কনকাঞ্জলি

রিত্তিকা সাহা

রাজ্যের নাম কনকাঞ্জলি। রাজ প্রাসাদে রানীমা মা হতে চলেছে। সয়ং রাজা ঘোষনা করলেন রানীমা হতে চলেছে। এই আনন্দে রাজ্যে গরীবদের বস্ত্র, আহার এবং বাসস্থানের ব্যাবস্থা করা হবে। চারদিকে তাই খুব আনন্দে। এই ভাবে দিন গেল রাত কাটলো - প্রায় দশ মাস কেটে গেলো। একদিন আকাশে চাঁদ উঠেছে, মৃদু মৃদু বাতাস বইছে এমন সময় আঁতুড় ঘরে কান্নার আওয়াজ। রাজা দৌড়ে গেলেন, গিয়ে দেখলেন আঁতুরঘরে ফুটফুটে চাঁদপানা মুখের একটি মিষ্টি মেয়ে। কি মিষ্টি তাকে দেখতে, পৃথিবীর সমস্ত সুখ যেন তার হাসিরকাছে হার মানবে। সবাই খুব খুশি। রাজসভায় রাজকন্যাকে কি নাম দেওয়া হবে তাই নিয়ে গবেষনা চলছে। রানীমা কিন্তু নাম ঠিককরে রেখেছিলেন রাজ কন্যার নাম। রাজকুমারীর নাম দেওয়া হল রাজ্যের নামে কনকাঞ্জলি। সে সবার চোখের মনি। রাজার যেহেতু কোন পুত্র সন্তান নেই, তাই রাজকুমারীকেই পুত্রের মতোই বড়ো করে তুললেন। এখন সে যুবতী। তলোয়ার চালানো, বর্ষা ছোড়া, বন্দুক চালানো থেকে শুরু করে সমস্ত যুদ্ধ বিদ্যা তার সেখা, এমনকি গান বাজনা এবং ছবি আঁকাতেও সে পারদর্শী । ভগবান যেন সসব রূপ সমস্ত গুন এই একজনকেই দিয়েছে। রাতের বেলা যখন সে ঘুমাতো তখন দেখতে পেত এক অপরূপ দেখতে একজন যুবক - যার মাথায় মুকুট, কোমরে তলোয়ার, গায়ে রাজবস্ত্র এবং হাতে একটি লাল গোলাপ ফুল। সেই স্বপ্নে দেখা রাজপুত্র লালগোলাপটা রাজকুমারীকে দিতো আর সারা রাত তারা গল্প করত। ভোরের আলো ফোটার একটু আগেই রাজপুত্র রাজকুমারীর কাছে বিদায় নিত। আর তখনি রাজকুমারীর ঘুম ভেঙে যেত। তাড়াতাড়ি উঠে দেখত কোথাও কেউ নেই। শুধু লাল গোলাপটা পড়ে আছে। রাজকুমারীর হাজার প্রশ্নঃ এই রাজপুত্রকে, কোন দেশেই বা তার বাড়ি। আর কেনই বা তাকে ফুল দেবে। রাজকুমারীর বয়স বাড়তে লাগল। রাজা রানী কন্যার জন্য সুপাত্র খুজতে লাগলেন। রাজা সয়ংবর সভার আয়োজন করলেন। হাজার হাজার রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সওদাগরপুত্র আসতে লাগলেন। রাজামশাই সেরা পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু এখানেতো একশে বড়কর এক, অবশেষে রাজামশাই ঠিক করলেন যে রাজকুমারীকে খুশি করতে পারবে সেই পাবে অর্ধেক

রাজত্ব ও রাজকন্যা। একে একে সবাই রাজকুমারীকে খুশি করার চেষ্টা করল কিন্তু অবশেষে এক রাখালছেলে কি মিষ্টি তার সুর। সে বাঁশী বাজাতে লাগলো। রাজকুমারী তার বাঁশীর সুরেই মুগ্ধ হয়েগেলেন। আর রাজামশাইকে বললেন বাবা এই রাখাল বালকই আমাকে খুশি করতে পেরেছে। আমি একেই বিয়ে করব। রাজামশাই বললেন এটা অসম্ভব, কিছুতেই এটা হতে পারেনা। প্রহরী এই মুহূর্তে একে রাজপ্রাসাদ থেকে বার করে দাও। রাজকুমারীর মুখের হাসি কোথায় যেন হারিয়ে গেল। কত রাজপুৎ, মন্ত্রীপুত্র এলো আর গেল কিন্তু তার মুখে কেউ হাসি ফোটাতে পারল না। অবশেষে রাজামশাই মত বদলালেন- সিপাই ডেকে বললেন ধরে আনো সেই রাখাল বালককে। রাজকুমারীর বিয়ে তার সঙ্গেই হবে। রাখাল বালককে ধরে আনা হলো। রাজামশাই তাকে বলল বাছা তুমি রাজকন্যাকে বিবাহ করে আমার প্রাসাদে সুখে সংসার কর। রাখাল বালক বলল না আমি যেখানে থাকব রাজকুমারীকেও সেখানেই থাকতে হবে। রানীমা কেঁদে আকুল তার একমাত্র মেয়ে কিনা শেষে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াবে, না তা হয়না কিন্তু রাজকুমারী তাতেই রাজী। অবশেষে বিয়ের দিন ঠিক হল। রাখাল বালকতো আসলে রাখাল নয়, সেইতো রাজকুমারীর স্বপ্নের রাজপুত্র। বিয়ের দিন রাখাল বালক রাজপুত্রের বেশে, ঘোড়ায় চড়ে বিয়ে করতে এলো। রাজামশাই জিজ্ঞাসা করলো কে তুমি বাবা, রাজপুত্র উত্তর দিল রাজামশাই আমি সেই রাখাল ছেলে। রাজামশাই জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এই বেশে। তখন রাজপুত্রের বাবা এগিয়ে এসে বললেন কি বন্ধু চিনতে পারছো আমাকে। আরে এতো উজানগড়ের রাজা বীরেন্দ্র। আমার বাল্য বন্ধু, তুমি এখানে। বন্ধু আমিতো ছেলের বাবা, আমি না এলে বিয়েটা হবে কি করে। মানে আমিতো কিছুই বুঝতে পারছিনা। বন্ধু তুমি এখন বুঝতে পারছোনা এ হচ্ছে আমার ছেলে সুন্দর, কনকাঞ্জলি আমার খুব পছন্দ ছিলো। কিন্তু একটু পরখ করে দেখে নিলাম সে আমার ছেলেকে ভালোবাসে কিনা , বন্ধু এতে তোমার মেয়ে উত্তীণ হয়েছে। ও শুধু আমার ছেলেকে ধন দৌলতের জন্য যে ভালোবাসেনি এটাই সবচেয়ে সুখময় কথা।

শুভক্ষণে রাজপুত্রের সহিত রাজকুমারীর শুভ বিবাহ অনুষ্ঠিত হলো। ওরা সুখে সংসার করতে লাগলো।

(সমাপ্ত)